দৈনিক সংবাদ

033

তারিখ 12 OCT 1988

পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

(৬৩)

## ঘোষিত তারিখে পরীক্ষা নিয়ে আমাদের দয়া করুন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা অপ্রত্যাশিতভাবে বার বার পরীক্ষা পিছানোর কারণে হতাশাগ্রস্ত। ১৯৮৬ সালে আমাদের অনার্স পাস করার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আজ ১৯৮৮ সালের শেষ প্রান্তে এসেও অনার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। ৬ই অক্টোবর, ১৯৮৮ তারিখে পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করা হলেও অজানা কারণে তা পিছিয়ে ৩১শে অক্টোবর, '৮৮ তারিখ ঘোষণা করা হল। কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার সময়সূচীও ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ইদানীং আবার শুনা যাচ্ছে, ঘোষিত তারিখে পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা নাকি খুবই ক্ষীণ, কারণ রহস্যাবৃত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বর্তমানে আমার কৃষক পিতা পড়ালেখার খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। তিনি তাঁর অব্যক্ত অক্ষমতা উপলব্ধি করে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে করেন। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই আজ এই পরিস্থিতির শিকার।

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে, কোন যুক্তি দেখিয়ে আর যেন পরীক্ষা পিছানো না-হয়। আসন্ন পরীক্ষা প্রদত্ত সময়সূচীতে নিয়ে অভিশাপ (?) থেকে মুক্তি দিন। আমরাও আপনাদেরই সন্তান: আমাদের দয়া করুন।

কমসন,
তৃতীয় বর্ষ, পরীক্ষার্থী,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

## প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পুনঃনির্মাণ করুন

বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার ৮১নং জয়শ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি (শিকারপুর বন্দর সংলগ্ন) অতি পুরনো। স্বাধীনতার পূর্বে এই স্কুলের দালানটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ দালানের বেশ কয়েক স্থানে বিরাট ফাটল দেখা যাচ্ছে। ফলে বৃষ্টি হলেই ছাদ থেকে পানি পড়তে থাকে এবং ক্লাসরুম পানিতে ভরে যায়। প্রায়ই ছাদের ঢালাই ভেঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মাথার পড়ে। ১৯৮৭ সালে দালানটি ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পরে কিছুদিন পাশের উচ্চ বিদ্যালয়টিতে সকালে ক্লাস নেয়া হয়েছিল। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় পুনরায় মূল দালানে ছাত্রছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে।

তাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, এতগুলো শিশুর জীবনের ভবিষ্যত চিন্তা করে অতি সত্বর জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যালয়টি পুনঃনির্মাণ করা হোক।

এম, এম, বি আহমেদ,
শিকারপুর, উজিরপুর, বরিশাল।